সংবাদ

তারিখ 22/9/83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

045

প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় ফেল কেন হয়

এ বছর কুমিল্লা বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফলে যে ছাত্রটিকে (এ কে এম মনজুরুল ইসলাম, রোল চট্টগ্রাম—১, নম্বর ২৭৪৫২) প্রথম ঘোষণা করা হয় তার সম্বন্ধে ১৯শে আগষ্ট ১৯৮৩-এর 'সংবাদ'-এ এক সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে।

(২৬শে আগষ্টের 'সংবাদ'-এ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে যশোর বোর্ডের একই পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকারী আব্দুর রউফের মেধা তালিকা হতে বাদ পড়ার কথা। পরের দিনের 'সংবাদ'-এ আর একটি সম্পাদকীয় লেখা হয় রাজশাহী বোর্ডের একই পরীক্ষার ফলাফলে প্রকৃতপক্ষে যে ছাত্রটি (মোরতারুল ওয়াদুদ) প্রথম হয়েছিল মেধা-তালিকায় তার নাম বাদ পড়া ও যশোর বোর্ডের আবদুর রউফ সম্বন্ধে।) আমার বক্তব্য সময়ের পেছনে পড়ে যাবার ভয়ে অবশিষ্ট বোর্ডটি (ঢাকা বোর্ড) সম্বন্ধেও অনুরূপ কিছু পড়ার জন্যে আর অপেক্ষা করলাম না।

বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলে, এমন কি মেধা-তালিকা তৈরীতেও শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্তৃপক্ষ কর্মচারীরা কতোখানি দুর্নীতির আশ্রয় নেন তার ইংগিত করেছিলাম এক বছর আগে আমার ছোট্ট একটি প্রবন্ধে (সংবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২)। এ বছর কুমিল্লা বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষার মেধা-তালিকায় প্রথম স্থান নিয়ে যে দুর্নীতি চলছিল তা ফলাফল প্রকাশের মাসখানেক আগেই বাইরের লোকে জানতে পায়। তখনই কুমিল্লার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ও বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকদের পক্ষ হতে একাধিক চিঠি লেখা হয় এ দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু ফল তেমন হয়নি। শুধু এটুকু ব্যবধান হয়েছে যে, মনজুরুল ইসলাম ৮৫৩ নম্বরের স্থলে ৮০৫ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। পরীক্ষা খাতাগুলো দেখার বিভিন্ন স্তরে তার নম্বরগুলো কিভাবে বাড়ানো কমানো হয়েছে তা যাচাই করার জন্যে ঐ চিঠিগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছিল। একটি চিঠিতে এই দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তার নামও উল্লেখ করা হয়েছিল। ২৭।৮।৮৩ এর 'ইত্তেফাকে' খবর

(৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন)

(৪র্থ পাতার পর)

পরিবেশন করা হয়েছে যে ভর্তি পরীক্ষার ৪ দিন আগে রক্ত আমাশয় আক্রান্ত হওয়ায় বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া মনজুরুল ইসলাম চট্টগ্রাম কলেজে 'ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করেছে। এ মর্মে ডাক্তারী সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা মনজুরের পিতার পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ নয়। কিন্তু চট্টগ্রাম কলেজ ও 'সংবাদ' কর্তৃপক্ষদেরকে নিতান্তই বেরসিক মনে হয়।

'সংবাদ'-এর ১৯শে আগষ্ট সম্পাদকীয়তে এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে, পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির জন্যে বোর্ডে প্রথম হওয়া একটি ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করতে পারে। এ বক্তব্যে কিছুটা সত্য থাকলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষও অনেক পরীক্ষকের দুর্নীতির জন্য যোগ্যরা বাদ পড়ে অযোগ্যরা স্থান পায়। আর এমন অযোগ্যরা হরহামেশা ধরা না পড়লেও কখনো-সখনো রক্ত আমাশয় কিছুটা তামাশা করে বৈ কি। মেধা-তালিকা ছাড়াও অন্যান্য ফলাফলে আরো বহু দুর্নীতি ও বিচ্যুতি থাকে। সততার সাথে এগুলো শোধরাতে বা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ উৎসাহী নন বলে বহু অভিভাবক চুপ থাকেন। এবং আমি সেই সব অভিভাবকদের একজন।

মাহবুব উল হক
৬২, তেজকুনিপাড়া, ঢাকা-১৫
(সোনাগাজী, নোয়াখালী)।